জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা আষাঢ় বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 18th June. 1958 { ৫ম সংখ্যা

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৮০ শকাব্দ

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

পরীক্ষায় পাশ-ফেলে হাসিকান্না

—০—

পর পর কয়েকদিন স্কুল ফাইনাল, আই, এ, ও আই, এস, সি পরীক্ষার পাশের ফল প্রকাশিত হইল। খবরের যে সব কাগজে ফল বাহির হইয়াছে, ইস্কুলের নাম ও ছাত্রের নাম তাতে নাই। আছে যে ছাত্র যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছে, সেই কেন্দ্রে তার রোলনম্বর, ছাপা দেখিয়া যিনি যার রোলনম্বর অবগত আছেন, তিনিই বুঝিলেন তার পরিচিত অমুক পাশ করিয়াছে। নম্বরের পাশে মুদ্রিত 'এফ', 'এস', এবং 'টি' অক্ষর দেখিয়া বোঝা গেল আর পরিচিত ছাত্র বা ছাত্রী কোন্ বিভাগে বা ডিভিসনে স্থান পাইয়াছে।

যে পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনী ফলের কাগজ স্বয়ং দেখিতে পাইলেন, তিনি নিজেই তাহার ভাগ্যলিপি অবগত হইয়া আনন্দ বা নিরানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করিলেন তাঁহারা বেশ বড় মুখ করিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন, সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ যিনি তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা নরম সুরে বলিলেন—সেকেণ্ড। আর যিনি থার্ড ডিভিসনে পাশ তিনি খুব দীন মলিনভাবে তাঁহার ডিভিসন উচ্চারণ করিলেন। থার্ড ডিভিসনে পাশ যিনি, কোনও কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়ও ভর্ত্তি হবো কি হবো না এই সন্দেহের দোলায় দুলিতে থাকিবেন।

ট্রেণের প্যাসেঞ্জারগণ উচ্চতম শ্রেণী বা নিম্নতম শ্রেণীতে আরোহী হইয়া প্রায় এক সময়েই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। কলেজে নিম্নতম বিভাগের ছাত্র ভর্ত্তি হবার সময় বড়ই লাঞ্ছনা অনুভব করিতে বাধ্য হন। উপায় নাই, কদর অনুসারে আদর ও অনাদর চিরদিনই পাইতে হয়। সময় সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আমাদের জানা একটি স্বল্প মেধাবী ছাত্র উপর্য্যুপরি সাতবার পরীক্ষায় ফেল হইয়া আটবারের বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবসা করিয়া হাজার দশেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া আমাদের প্রকাশিত একটি শোক সংবাদে আমাদের মুখের উপর যে মন্তব্য করিয়াছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া অনেক স্বল্প মেধাবী অকৃতকার্য্য পরীক্ষার্থী একটু সান্ত্বনা পাইতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

একটি প্রতিভাসম্পন্ন বালক অধ্যয়নকেই তাহার তপ বলিয়া "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" এই বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া প্রতি পরীক্ষায় উচ্চস্থানে স্থান পাইয়া নিজের আত্মপ্রসাদসহ স্বজনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া প্রশংসা লাভ করিত। পূর্ব্ব কথিত সাতবার ফেল ছেলেটির চেহারা খুব হৃষ্টপুষ্ট নামও ছিল গোপাল। সত্যি তার নাম খুব মানান সই হয়েছিল। গোপাল গোপাল বলিলে যা মনে হয় এর শরীর ঠিক তাই ছিল। তবে ক্লাস প্রমোশনের সময় কান্নাকাটি করিয়া শিক্ষকগণের করুণা ভিক্ষা করিয়া দশম শ্রেণীতে সাতবার থাকিয়া আটবারের বার তৃতীয় বিভাগে পাশ করে। যে বার সুবোধচন্দ্র অর্থাৎ আমাদের কথিত প্রতিভাবান্ ছেলেটি দশম শ্রেণীতে গোপালের সহাধ্যায়ী হইল, সেবার সুবোধের পিতা গোপালকে বলিলেন—হ্যারে গোপলা! তুই আমাদের সুবুর চেয়ে ছ-বৎসরের বড় এবার সুবুর সঙ্গে পরীক্ষা দিবি তো? গোপাল উত্তর করিল—আমি ফেল হই তাই আমার নাম গোপলা আর আপনার সোনার চাঁদ ছেলেকে যদি কাণা সুবুধে বলি তো আপনার কেমন আরাম বোধ হয় বলুন তো? সে কেলাস্ ফাইভে চশমা নিয়েছে। আপনি কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন বল্লে কি হবে এর পর আপনার বিদ্বান্ পুত্র যখন এম, এ পাশ করবে তখন দেখবেন ওকে অন্ধকে একটি পয়সা দাও বাবা! বলতে হবে। সুবোধের পিতা নীরব হইলেন।

সুবোধ যখন বি, এ, পরীক্ষায় অনার্স নিয়ে পাশ করলো তখন কাল যক্ষ্মারোগে তাহার মৃত্যু হওয়ায় আমরা তাহার শোক সংবাদ লিখিয়া তাহার অধ্যবসায় ও প্রতিভার কথা লিখিয়াছিলাম। সেই সময়ে গোপাল আমাদের কাছে এসে বলে গেল—খুব লিখেছেন দেখছি। আমি মরলে কি লিখবেন যে আট বারের বার পাশ করেছে ম্যাট্রিকুলেশন। আর রবার্টব্রুসের এক তৃতীয়াংশ বিক্রম গোপলার ছিল তাতো লিখবেন না! ইংরাজীতে ফার্ষ্ট কে? সুবু। অঙ্কে ফার্ষ্ট কে? সুবু। সব বিষয়ে সুবু ফার্ষ্ট আর কাণা হবার বেলায় সেই ফার্ষ্ট। মরার বেলায় সে ফার্ষ্ট হবে না তো কি গোপলা হবে? বিবেচনা ক'রে যদি লেখেন তো বেশ লাগে। ছাতু, মুড়ি, চিড়ে যা পাই খাই। কখনও ঢেকুর উঠে না। কেবল মনে করতে হবে When Wealth is gone, nothing is gone, When health is gone half is gone, When character is gone everything is gone অর্থাৎ যখন ধনসম্পত্তি যায়, তখন কিছু যায় না, যখন স্বাস্থ্য যায় অর্দ্ধেক যায়, (ধনসম্পত্তি আবার হয়, স্বাস্থ্যও ফিরে পাওয়া যায়) কিন্তু যখন চরিত্র নষ্ট হয় তখন সব নষ্ট হয়। তা আর ফিরে আসে না।

মেঘদূত উৎসব

গত ১লা আষাঢ় সোমবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে জাগৃতি সঙ্ঘের সভ্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় মেঘদূত উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাউলের দর

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে মোটা চাউল ২৬৷৷০-২৭৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে।

জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জে আমের আঁঠি

জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মহকুমা. যখন ভগীরথ সগরকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে সাগর সঙ্গমে লইয়া যাওয়ার জন্য এই এলাকায় (যদিও তখন জঙ্গিপুর নাম ছিল না) আসেন তখন পদ্মাসুর ছাপঘাটির কাছে দেবীকে বিপথগামিনী করিয়া

লইয়া যান। ভগীরথ তখন গঙ্গা হারাইয়া কি বিপন্ন হইয়াছিলেন। একবার গিরিয়ায় কাণাচোখ আরাম হয় গুজবে কতলোক প্রতারিত হইয়াছিল।

আমের আটির মণ ৩৲, ৪৲ এই হুজুগ রটাইয়া কত অন্নের কাঙালকে রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরাইয়া যে হুজুগ প্রিয় তামাসা দেখাইয়াছেন, তাঁহার মন কি দরের তাহা সহজে অনুমান করিয়া হুজুগ হইতে আত্মরক্ষা করুন। এই হুজুগে যেন ভাবষ্যতে সতর্ক হউন।

পরলোক গমন

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীরাখালচন্দ্র রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ইদানিং আহারে রুচি ছিল না। তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, চারি পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

এই জিলার নওদা থানার অন্তর্গত পাটিকাবাড়ী দেশী মদ ও গাঁজা, বহরমপুর থানার অন্তর্গত সাটুই পচাই মদ, সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত সাহাপুর পচাই মদ, সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুলিয়ান গাঁজা ও ভরতপুর থানার অন্তর্গত সরডাঙ্গা পচাই মদের দোকান বন্দোবস্ত করার জন্য ৮০ বার আনা মূল্যের কোর্ট-ফি সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তে দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম, পিতার নাম, বর্ত্তমান ও স্থায়ী বাসস্থান, যোগ্যতা ও আর্থিক সঙ্গতি উল্লেখ করিতে হইবে।

ইংরাজী ৭।৭।৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

Sd/ R. K. Biswas.
কালেক্টর, মুর্শিদাবাদ
পক্ষে অন্তঃ শুল্কাধ্যক্ষ

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব্বত্র রিলিফের ব্যবস্থা।

গত বৎসরের মত এ বৎসরেও জঙ্গীপুর মহকুমায় সর্ব্বত্র খয়রাতি সাহায্য ও টেষ্টরিলিফের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিটি ইউনিয়নে টেষ্টরিলিফের মাধ্যমে রাস্তা, খাল, বাঁধ ও পুষ্করিণীর উন্নতি সাধন করা হইতেছে। সকল ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যালিটির পাগল, হাবা, পঙ্গু, অন্ধ, খঞ্জ, অথর্ব্ব ও অন্যান্য অকর্ম্মণ্য দুঃস্থ প্রভৃতি লোকের জন্য খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১লক্ষ টাকার কৃষিঋণ বিলি করা হইয়াছে ও ৩৮০০০৲ পশুক্রয় ও ৫০,০০০৲ টাকা সারের ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাধারণ লোকে যাতে সস্তায় গম ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য প্রতি ইউনিয়নে ও সহরে রেশন-সপ খোলা আছে।

পানীয় জলের জন্য সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ৪৬টি ইঁদারা ও টিউবওয়েল একমাসের মধ্যে বসানর ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও আরও ৭০টি টিউবওয়েল আর ডাব্লিউ, এ, সির স্কীমের মাধ্যমে বসানর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত অঞ্চলে টেষ্টরিলিফের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ক) পুষ্করিণী খনন—থানা—সাগরদিঘী (১) পাটকেলডাঙা ইউনিয়ন—ঘঘরা, মহীপাল। (২) বোথারা ইউনিয়ন—রাইঘোষানি (৩) মনিগ্রাম ইউনিয়ন—খাসপুকুর। থানা—সুতী—(১) কাশিমনগর ইউনিয়ন—ওয়াটার রিসারভার।

(খ) খাল খনন—থানা—রঘুনাথগঞ্জ (১) তেঘরি ইউনিয়ন—সাহাসবিল (২) দফরপুর ইউনিয়ন—(ক) চাঁদবিল (খ) নিস্তা জগদানন্দবাটি খাল (৩) জামুয়ার-জরুর ইউনিয়ন—শিমলা-বাড়ালা খাল। থানা—ফরাক্কা (১) অর্জ্জুনপুর-ইমামনগর ইউনিয়ন—আমতলা-আঁকুড়া খাল (২) বেওয়া-বেনিয়াগ্রাম ইউনিয়ন—সাহেবনগর-ত্রিমোহিনী খাল

(গ) বাঁধ নির্ম্মাণ—থানা—রঘুনাথগঞ্জ (১) শেখালিপুর-দয়রামপুর ইউনিয়ন—পুঁটিয়া-খাদুয়াবাঁধ থানা—সুতী (১) বহুতালি ইউনিয়ন—বাঁশনদীবাঁধ থানা—সামসেরগঞ্জ (১) কাঞ্চনতলা ইউনিয়ন—বহরাগাছি-ফুলন্দরবাঁধ। থানা—ফরাক্কা ইমামনগর বেনিয়াগ্রাম ইউনিয়ন—আমতলা কাটাশিবাঁধ।

(ঘ) রাস্তা সংস্কার—থানা—সাগরদিঘী (১) বোথারা ইউনিয়ন—ইমামনগর রেললাইন রাস্তা। (২) সাগরদিঘী ইউনিয়ন—বংশিয়া-ভাঙ্গাপাড়া রাস্তা। (৩) গোবর্দ্ধনডাঙ্গা-বারালা ইউনিয়ন—আজিমগঞ্জ-বারালা জিলাবোর্ড রোড। (৪) বালিয়া ইউনিয়ন—কালডাঙ্গা-নপাড়া রাস্তা। (৫) মনিগ্রাম ইউনিয়ন—চাঁদপুর-মনিগ্রাম রাস্তা। (৬) মোরগ্রাম ইউনিয়ন—(ক) মোরগ্রাম-জনসি রাস্তা (খ) ভুরকুণ্ডা-একরখি-ঠাকুরপাড়া রাস্তা। (৭) বন্ধেশ্বর ইউনিয়ন— (ক) বন্ধেশ্বর-ন্যাশনাল হাইওয়ে। (খ) জরুর-আথুয়া বাদশাহি রাস্তা।

থানা—রঘুনাথগঞ্জ (১) দয়রামপুর, তেঘরি, গোবিন্দপুর, শেখালিপুর ইউনিয়ন—ষ্টেটহাইওয়ে-আহমদ রাস্তা (২) মিঠিপুর ইউনিয়ন— (ক) নবকান্তপুর-চামারপাড়া (খ) লবণচোয়া-মোমিনটোলা (৩) তেঘরি, দয়রামপুর, মিঠিপুর ইউনিয়ন—মুকুন্দপুর-ষ্টেটহাইওয়ে। (৪) মির্জ্জাপুর, জামুয়ার বন্ধেশ্বর ইউনিয়ন—মির্জ্জাপুর-অনুপপুর জিলাবোর্ড রাস্তা। (৫) জরুর ইউনিয়ন—বাহাদিনগর-ষ্টেটহাইওয়ে। (৬) গোবিন্দপুর ইউনিয়ন—কুলগাছি দুর্গাপুর। (৭) দয়ারামপুর শেখালিপুর ইউনিয়ন—ভাবকি-কৃষ্ণশাল রাস্তা। (৮) দয়ারামপুর ইউনিয়ন—কারখানা-আকবরপুর। (৯) জরুর জামুয়ার ইউনিয়ন—জরুর-উত্তর রমনা জিলাবোর্ড রাস্তা।

থানা—সুতী (১) নুরপুর-আহিরণ ইউনিয়ন—সজনিপাড়া-লালখন্দিয়ার রাস্তা। (২) কাশিমনগর ইউনিয়ন—ভকানিমাটি-বাহাগলপুর রাস্তা। (৩) মহেশাইল ইউনিয়ন—খিদিরপুর-বামুহা। (৪) বাজিতপুর, অরঙ্গাবাদ ইউনিয়ন—সর্ব্বেশ্বরপুর জেলাবোর্ড রাস্তা। (৫) হিলোড়া, আহিরণ ইউনিয়ন—রাজুদিঘী-মসজিদতলা রাস্তা। (৬) নুরপুর ইউনিয়ন—রমাকান্তপুর-গোঠা রাস্তা।

থানা—সামসেরগঞ্জ (১) নপাড়া, কাঞ্চনতলা, প্রতাপগঞ্জ ইউনিয়ন—কোহতপুর-প্রতাপগঞ্জ রাস্তা। (২) প্রতাপগঞ্জ, কাঞ্চনতলা ইউনিয়ন—রঘুনন্দনপুর চকসাপুর রাস্তা। (৩) নপাড়া ইউনিয়ন—মহব্বতপুর দোগাছি। (৪) নিমতিতা ইউনিয়ন—নিমতিতা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস-জালাদিপুর রেলওয়ে ক্রশিং।

থানা—ফরাক্কা (১) অর্জ্জুনপুর, ইমামনগর ইউনিয়ন—পাঁচুলাগ্রাম-গোহালবাড়ী। (২) বেওয়া, বেনিয়াগ্রাম ইউনিয়ন—সাহেবনগর-কেন্দুয়া।

প্রয়োজনমত আরও টেষ্টরিলিফের কাজ পর পর করা হইবে, তাহার ব্যবস্থা আছে।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্,
সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা,
ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে
সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত